মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

৫৮ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৭ ❀ জানুয়ারী, ২০২১

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান - 713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম - 731121
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ প্রয়াগরাজ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, দিনদয়াল উপাধ্যোয় (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। শ্রীধাম পরিক্রমণ আমরা কেন করব	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৫
৪। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্বকথা	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ	৬
৫। গোপালচম্পু	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	৮
৬। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ ভাগবতে গায়ত্রীর প্রকাশ	শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১১
৭। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)	১২
৮। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উত্তর ভারত পরিভ্রমন	সংগ্রাহক ঃ- কমলা দাসী	১৪
৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সূচী	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৭ ❀ জানুয়ারী, ২০২১

সারকথা

**কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৮৬)

**পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৭।১৪৮)

**চণ্ডাল চণ্ডাল নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে,—যদি অসৎ পথে চলে ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১।১৯৭)

**কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥**

**জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১।২০০-২০২)

**যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ-ধন।
চরণে ধরিয়া বলি, কৃষ্ণে দেহ' মন ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১।৩৪২-৩৪৩)

**কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—২।৫৫)

**বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যা'র আছে অপরাধে ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—৫।৫৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—ভক্তি কি ক'রে লাভ হয়?

উঃ—ভক্ত-সঙ্গে ভক্তি লাভ হয়, অন্য উপায়ে ভক্তি হয় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল। মহাভাগ্যফলে তাহা লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন।

গুরুর অনুগ্রহবলে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে জীবের ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা ও কৃষ্ণের কৃপা আলাদা নয়। প্রসাদ—যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করাই হ'লো ভক্তি। ভক্তি জিনিষটি প্রভুর সুখবিধান। নিজ-সুখার্থ প্রভুসেবা ভক্তি-পদবাচ্য নহে।

গুরুর নিকট থেকেই এই ভক্তিবীজ লাভ হয়। মালী হ'য়ে এই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ ক'রে তা'তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন কর্‌তে হ'বে।

আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মালী হওয়া। ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা অহৈতুকী কৃপাবশতঃ কৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে প্রদান কর্‌লেন, সেই বীজ পেয়ে আমি কৃষ্ণ-সেবাই কর্‌বো। তা' না ক'রে যদি সেবায় উদাসীন হই, তবে অসুবিধায় পড়ে যাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা অবশ্যই অপসারিত হবে। ভজনের বাধা অপসারিত হ'লে সুবিধা হবে।

গুরুমুখ হ'তে ও সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। সাধু-গুরুর নির্দ্দেশমত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন হলো জল; সেচনকারী—গুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি-লতাকে সযত্নে পালন করা দরকার। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা কর্‌তে হবে—এই বিচার হ'তে বিচ্যুত হ'লে নানা অসুবিধা এসে যাবে।

প্রঃ—আমরা জীবিত, না মৃত?

উঃ—জীব ভগবৎ-সেবক। ভগবৎ-সেবাই ত'ার ধর্ম্ম। সেবাই চেতনের উদ্বুদ্ধ অবস্থা বা জীবিতাবস্থা। ভগবৎ-সেবাকারীই জীবিত; সেবা-বিমুখ ব্যক্তিই মৃত।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই জীব গুরু-কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। বাস্তববস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত-অবস্থা। যে কৃষ্ণাধীন না হইয়া মায়ার অধীন হ'য়ে আছে, সে জীবন্মৃত। শারীরিক ও মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সেটা প্রাণহীনের বা অচেতনের কার্য্য—অজ্ঞানের কার্য্য। ভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই মৃত—উভয়েই দুঃখী—উভয়েই অশান্ত। নিষ্কাম ভক্তই জীবিত, সুখী ও শান্ত।

প্রঃ—কে সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন?

উঃ—শ্রৌত-পন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।

প্রঃ—বহু ব্যক্তিকে গুরুর সমান মনে করা কি উচিত?

উঃ—না। গুরুর অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—শ্রৌতবাণীর নিন্দা কর্‌তে নাই—বহু ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় পূজ্যজ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর। তাঁর দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দসাগরে মগ্ন কর্‌তে পারে।

শ্রীগুরুদেব কতই না দয়া ক'রে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, তোমার আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ ক'রে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হবে না, তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক—এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়ো না—সাধারণ লোক যাকে প্রয়োজন মনে কর্‌ছে, তা'কে প্রয়োজন মনে ক'রো না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম পরিক্রমণ আমরা কেন করব

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ১৯৯৭

ভগবানের হৃদয়ের পরতে পরতে যে প্রিয়তা আছে সেটা অনুশীলন করবার জন্য আমাদের শ্রীধাম পরিক্রমা করা দরকার। ভগবানের নাম ভগবানের শ্রীধাম ভগবানের অবতারাদি সব ভগবানের চিদ্‌শক্তির দ্বারা প্রকটিত। চিদশক্তি দ্বারা প্রকটিত বলে চিদ্‌শক্তির কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন জিনিস দেখতে পাই না অনুভবও করতে পারি না। শ্রীধামের মহিমা অনুভববেদ্য। শ্রীধামের মহিমার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধামে পদচারণ করলে আমাদের শ্রীধাম বাস সমাপ্তি হয়ে যায়। আমাদের যে material journey আমাদের যে দেহযাত্রা শেষ হয়ে যাবে সেজন্য দেহযাত্রা সমাপ্তি করবার যাদের ইচ্ছা আছে তারা শ্রীধাম দর্শন করবেন। শ্রীধামের ধূলি, শ্রীধামের পশুপাখি কীট পতঙ্গ গাছপালা সব ভগবানের সেবার উপায়ন। ভগবান যেখানে নন্দিত হন সুখী হন সেটাই হচ্ছে শ্রীধাম। এগুলোর থেকে আমরা অনেক দূরে থাকব শতযোজন দূরে থাকব যদি না গৌর পরিকর বা কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর যারা, গুরুপাদপদ্ম তাঁদের কৃপার অনুসন্ধান আমরা না পাই। যেরকম কৃষ্ণ অন্বেষণ লীলা করতে করতে রাধারানীকে খুঁজেছিলেন আবার রাধারানীকে অনুশীলন করতে করতে মহাপ্রভু এসেছিলেন, রাধাকুন্ডে তেমনি কৃপার ভিখারী হয়ে কাঙাল হয়ে যদি আমরা শ্রীধাম পরিক্রমা করি তাহলে শ্রীধামের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এজন্য গৌরের ভক্তগণ বলছেন যে—

''গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতিরস সার''

''গৌরাঙ্গের ভক্তগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।''

আর,

''শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তা মনি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।''

এরকম ওতপ্রোত সম্বন্ধ গৌরলীলার সঙ্গে, ব্রজলীলার পরিশিষ্টলীলা হচ্ছে গৌরলীলা, এইভাবে গৌড়ীয় গুরুবর্গ নরোত্তম দাস ঠাকুর গুম্ফন করেছেন। আর গৌরলীলা, গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম এসমস্তে যারা ব্রতী আছেন তাঁদের কৃপার অনুশীলন করতে করতে তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীধাম দর্শন করতে হবে।

শ্রীধামকে আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না, গ্রাম মনে হবে এখানেও খাওয়া পড়া এখানেও ঝগড়াঝাটি এসব। আমার মত দেখা যাবে, আমি যেরকম অনর্থগ্রস্ত সেরকম আমি অন্যকে অনর্থগ্রস্ত মনে করতে পারি। দর্শন কুশলতা লাভ হয় তখনই যখনই তাঁদের কৃপাটা ঝড়ে পড়ে। তাঁদের কৃপা ভিক্ষা করে তাঁদের কৃপা বরণ করে তাঁদের কৃপা লাভ করে যদি আমরা ধাম দর্শন করি প্রতিপদে পদে ভগবানের চিন্ময় অনুভব হয়। চিন্ময় অনুভব হলে অবর অচেতন দৃষ্টি চিরকালে মুছে যাবে সেজন্য শ্রীধাম পরিক্রমা করেও যখন কেউ স্বস্থানে ফিরে যাবেন তখনও সেই অনুভবটা থাকবে। এটা একদিনে হবে না। শ্রীধাম দর্শন করে আসলাম ঠাকুর দর্শন করে আসলাম গুরু দর্শন করে আসলাম বৈষ্ণব দর্শন করে আসলাম শেষ হয়ে গেল দর্শন—এটা ভৌতিক দর্শন। এগুলো linger করে থাকে। প্রিয়তার থেকে যদি কেউ দেখে থাকে দর্শন করে থাকে যেরকম কখনো মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারে না তেমনি শ্রীধাম, শ্রীধামের যারা দর্শক, শ্রীধামের যারা পোষক, শ্রীধামের যারা ঔজ্জ্বল্যকারী তাঁদের angular vision থেকে আমরা দেখতে পারি, এটা মূলকথা। তা নাহলে শ্রীধাম পরিক্রমাও তীর্থ পরিক্রমার মতোই পরিশ্রম। যেখানে বৈষ্ণবগণ যেখানে মন্দাকিনী, সেখানে গোবর্দ্ধন, এরকম করে সবকিছু সেখানেই বিরাজ করে। সব যদি সেখানেই বিরাজ করে তাহলে আমাদের এতদূর হেঁটে এসে লাভ কি হলো? আমাদের দর্শনটা খোলে নাই বলে আমাদের এত কষ্ট করতে হচ্ছে সেই দর্শনটা খোলার জন্য। যদিও এসব সাধন করে লাভ করা যায় না তথাপিও সাধনের কথা বলা হয়েছে। যে জিনিসটা সাধন করে লাভ করা যায় না তাকে কি করে লাভ করবে তার একটা দিগদর্শন দেবার জন্য সাধন অভিনিবেশ কৃপা বলে গুরুবর্গ বলেছেন। সাধন করতে করতে অভিনিবেশ আসবে, অভিনিবেশ আসলে তখন কৃপার অবতরণের সম্ভাবনা খুলবে।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দর্শন করতে করতে তাঁদের গঠিত শ্রীধাম পরিক্রমা, বৃন্দাবন শ্রীধাম পরিক্রমা, ব্রজমন্ডল শ্রীধাম পরিক্রমা, এ সমস্ত তাঁরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রমণ করেছিলেন আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পরিক্রমা করতে হবে।

তাঁদের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ প্রকটিত ভগবান তথাপি তাঁরা শ্রীধাম দর্শন করেন কেন, ভ্রমণ করেন কেন, না, সকলের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব করাবার জন্য। সাধুদের হৃদয় এত নরম যে, ''তারা নিজ কার্য নাহি তবু যান পর-ঘর'' এইজন্য তাদের পরিব্রজ্যা। শ্রীলশুকদেব গোস্বামীপাদ জন্মের পর থেকে অনুব্রজ্যা অবলম্বন করে গেলেন তত্ত্ব জানবার জন্য। 'অনুব্রজ্যা' মানে আর ফিরে আসবেন না, চলেই যাবেন সেজন্য তাঁর কোন দীক্ষা শিক্ষার অপেক্ষা করল না। তত্ত্বজ্ঞ হয়ে ছুটলেন আবার যেই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করলেন থেমে গেলেন অর্থাৎ ভক্তের সার ভগবান সম্বিৎ সার ভগবদ্ ভক্তি যখনই আমরা লাভ করব তখনই mundane journey শেষ। আমাদের এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম, একদেহ থেকে অন্যদেহ পরিভ্রমণের পালা শেষ হয়ে যাবে, এতবড় লাভ হয় শ্রীধাম পরিক্রমা থেকে। আমরা গল্প বলছি না আমরা কেবল কতকগুলো লোক সংগ্রহ করে অর্থ সংগ্রহ করবার পেছনে আমরা ধাবিত নই। এতবড় একটা দুর্লভ জিনিস আমরা পেয়েছি। জন্মজন্মান্তর যার থেকে কষ্ট পাচ্ছি সেই কষ্ট হচ্ছে ভগবদ্ সম্বন্ধ জ্ঞানহীন হয়ে থাকার জন্য। প্রতি পদে পদে ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞানটা উদয় করাবার জন্য গৌড়ীয় গুরুবর্গ এত প্রাণপাত করেছেন শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীক্ষেত্রধাম আবার ব্রজমন্ডল পরিক্রমার জন্য। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে ভক্ত হয়ে ভগবানের জন্য আমরা অনুশীলন করব ভগবানকে খুঁজব ভগবানের সেবা করব। এই হলো আমাদের জীবনের ব্রত, শুধু একদিনে ধাম পরিক্রমা হয় না দু'দশদিনে হয় না ধাম পরিক্রমা চিরকাল, এর কোন শেষ নেই। শ্রীগুরুপরম্পরায় যেসব পরিক্রমা কীর্ত্তন করে মন্দির পরিক্রমা করি এগুলো আমরা করি মানে আদরের সঙ্গে করি। মূল কথা হচ্ছে আদর থাকা চাই। আমরা মামার বাড়ী যেতে ভালোবাসি, শ্বশুর বাড়ী যেতে ভালোবাসি, দিদির বাড়ী যেতে ভালোবাসি এগুলো আমাদের গুম্ফণ হয়ে গেছে মানে আমাদের রক্তে মিশে গেছে। আমরা জড়ধর্মী হয়ে জড় শরীরটাকে আমি পরিচয় দিয়ে এই সম্বন্ধগুলোকে স্বীকার করেছি বলে এগুলোতে আমরা আনন্দ পাই। কিন্তু শ্রীধাম পরিক্রমায় আনন্দ নাই কেন? ভগবান আচার্য্যোচিত করে কতিপয় লোকের মধ্যে সেই সম্বন্ধ বিজ্ঞানের দীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন তখন তাঁরা যেখানে যেখানে অভিগমন করবেন সেখানেই শ্রীধামের স্ফুরণ হবে। সবার হৃদয়ে কৃষ্ণকে আবির্ভূত করাতে পারেন কেননা, তাঁদের হৃদয়ে নিত্য ধাম প্রকটিত, ভগবানের নাম, গুণ লীলা নিত্য আবির্ভূত। ❑

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্বকথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

রেবতীদাসের বাসভবন, লন্ডন

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করে রেবতীদাসের বাসভবনে আমরা কিছু হরিকথা শ্রবণ করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

নৈমিষারণ্যতীর্থে ষাট হাজার ঋষির সম্মুখে শৌণকঋষি প্রশ্ন করছেন—মানবের সবচেয়ে শ্রেয় সাধন কি? শ্রেষ্ঠ পথ কি? করণীয় কি? শ্রীলসূতগোস্বামীপাদ বললেন,

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।
(ভাঃ ১/২/৯-১০)

ধর্ম, অপবর্গ, মুক্তি বা বন্ধনের জন্য নয়, ধর্মের দ্বারা মানব আরো বেশি বন্ধনের মধ্যে পড়বে এটা হতে পারে না। 'ন অর্থ অর্থায়ো উপকল্পতে'—ধর্ম সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। মানব বিদ্যার্জন করবে, উপার্জন করবে সেটাকে আমরা সংসারধর্ম, দেহধর্ম, মনোধর্ম বলি, কিন্তু ভাগবত তা বলছেন না। যে ধর্মটা নিশ্চিতরূপে নিবৃত্তির দিকে, শান্তির দিকে, মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে সেটাই ধর্ম। আবার

অর্থউপার্জনটা বিলাসিতা, কামভোগ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যও নয়। আমরা জানি অর্থ উপার্জন করতে গেলে কর্ম করতে হবে। এই যে কর্ম করব, অর্থউপার্জন করব এবং ভোগ করব—এটাই আমাদের জীবনের শেষ লক্ষ্য নয়। ভাগবত বলছেন—'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভি'। কর্মের দ্বারা জীবের যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয় এই পর্য্যন্তই জীবের ধর্মের শেষ গতি।

শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁর একজন অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করছেন। ''কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়''। (চৈঃ চঃ মঃ ২০/১০২) কে আমি? আমি একটা মানব, কোন গৃহের মালিক, না job করে কোন Officer, না কারো স্বামী পুত্র। এই কি আমি? শাস্ত্র বলছেন, এই জিজ্ঞাসার উদয় না হলে বুঝতে হবে কোনো ধর্মের সুষ্ঠু আচরণ আমার হয় নি। মানুষ এবং যে কোন পশু-পক্ষী এদের জন্য আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারটি জিনিস সমতাযুক্ত, মানব তার চেতনাশক্তির চরম সীমায় রয়েছে বলে তার একটা বিশেষতা যে, সে ধর্ম করতে পারে, বুঝতে পারে এবং ধর্মের বাস্তব স্বরূপ জানতে পারে। বনের একটা বাঘ জঙ্গলে যখন একটা প্রাণীকে খায় তখন এটা বুঝবার আবশ্যকতা মনে করে না আমি যাকে ধরে খাচ্ছি সে কষ্ট পাচ্ছে। সে জানে এটা আমার খাদ্য এবং এই প্রাণীটা তৈরি হয়েছে আমার জন্য। 'জীব জীবস্য জীবনম্'—জীব অন্য জীবের জীবন। কিন্তু মানব বুঝতে পারে কোন্টা খেলে কিরকম action আসবে। মানব চেতনার পূর্ণবিকাশ পাবার পরেও যদি ঈশ্বরকে না বুঝতে পারেন, এই সৃষ্টির মালিক কে সেটা বুঝতে না পারেন, আমার ভেতর অন্তর্যামীরূপে কে বসে আছেন যদি দেখতে না পারেন, গীতা, উপনিষদ, পুরাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করতে না পারেন তাহলে শাস্ত্র বলছেন, 'ধর্ম্মেন হীনানা পশুভিঃ সমানা'—মানব সমাজে 'আমি সুন্দর', আমার দোতলা-তিনতলা বাড়ী, গাড়ী কিনতে পারি তারজন্য আমি শ্রেষ্ঠ উত্তম। চেতনার বিকাশে কেন আমি সর্বশ্রেষ্ঠ এটা কিন্তু মানবের বিচার করতে ইচ্ছা হয় না। এটাই হচ্ছে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বলতা। গীতা বলছেন,—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—তুমি জন্মেছ তোমার মৃত্যু হবেই। তুমি কর্ম করে যে চক্রের মধ্যে পড়েছ মৃত্যুর পরে আবার তোমার জন্ম হবে। এই চক্র থেকে আমাদের কোন ঊর্ধ্বগতির ব্যবস্থা আছে কিনা তা জানতে চেষ্টা করি না। এই যে জিজ্ঞাসা এটাই ধর্মের বাস্তব ফল।

আমার চেতন শক্তির বিচারে পৃথিবীকে জানলাম। কিন্তু এই পৃথিবীটা সৃষ্টি করল কে তাকে জানবার চেষ্টা করলাম না। তাঁর প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে কিনা জানবার চেষ্টা করলাম না তাহলে ঠকে গেলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমি ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বরের দাস। আমাকে ত্রিতাপ জ্বালা দগ্ধীভুত করছে। কারণ আমি ঈশ্বরকে ভুলে অন্য চর্চা করতে বসেছি। 'এক' কে বাদ দিয়ে শূন্যগুলোকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করছি। 'এক' টাকে বাদ দিয়ে যা কিছু কিনছি, একটা বাড়ী, একটা গাড়ী, বউ ছেলে-এরা সব শূণ্য, কিছুদিন পর থাকবে না। মানব জন্মটা অনিত্য। এই নরশরীরটা একটা নৌকার মত। এই নৌকাকে আশ্রয় করে গুরুরূপ কর্ণধারকে ধরে বাইতে বাইতে ভবসমুদ্রের ওপারে আমাকে যেতে হবে। এপারে থাকার ইচ্ছাটা যদি প্রবল হয় এবং এর উপরে কি আছে সেটা যদি জানতে না শিখি তাহলে একপ্রকার নিজের জীবনকে আত্মপাত করলাম।

আমি ধর্ম করছি। শরীরকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুমানো, কর্মের মধ্যে ব্যস্ত রাখা এটা শরীর ধর্ম। আবার সংসার ধর্ম রয়েছে marketing যেতে হবে, Job-এ যেতে হবে। কিন্তু একটা আত্মধর্ম রয়েছে সেটা জানি না। আমি সেই ঈশ্বরের অংশ, আত্মা, সেই থেকে আমার চেতনতা, সুন্দরতা, শরীরের গুণবত্তা সবকিছু এসেছে সেই ঈশ্বর তত্ত্বের অবস্থান থেকে। সেইটা আমি জানলাম না।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—অতএব তুমি তোমার শরীর কি এটা জিজ্ঞাসা করেছ। এই বাড়িটা কার জিজ্ঞাসা করেছ। এটা কার ছেলে জিজ্ঞাসা করেছ কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কর নাই। বলছেন, ''আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য''—ঈশ্বর, আত্মা তাঁকেই শুনতে হবে, তাঁকেই জানতে হবে এবং তাঁকে ধ্যান করতে হবে। সেই ঈশ্বরতত্ত্ব যিনি অন্তর্যামীরূপে রয়েছেন, যিনি সৃষ্টির মূল, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি আত্মা, যিনি সকলের প্রিয়। প্রকৃত অর্থে যিনি অনন্ত তাঁকে জানতে হবে, দর্শন করতে হবে, তাঁকে ধ্যান বা স্মরণ করতে হবে। ভাগবতাদি পুরাণে বলেছেন, এই যে পন্থা আমরা সংসারের মধ্যে এসে এটাকে বাদ দিয়েই সবকিছু করি। এটাই আমাদের দুঃখের কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলছেন, 'তস্মাদ গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্'—ঈশ্বর সত্য, সুন্দর, মধুর উদার। তাঁর সম্বন্ধে জানার জন্য গুরুর কাছে যাও। তাঁকে উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। 'পরাভব তাবৎ যাবৎ ন জিজ্ঞাসিত আত্মতত্ত্বং''—যে পর্যন্ত তুমি আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা না করছ, যে পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতত্ত্বের কথা জানবার চেষ্টা না করছ, সেই পর্যন্ত তোমার হৃদয়ের বেদনা, রোগব্যাধি জ্বালা, মনস্তাপ দুঃখ। কেন আমরা ঠাকুরের সামনে আরতি করছি, ধূপদীপ জ্বালাচ্ছি, নামকীর্ত্তন করছি, ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এইটা আমাদের জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া দরকার ভেতর থেকে।

সূর্য উদিত হয়ে যাঁর চরণে আরতি করেন। আমি একটা ছোট্ট প্রদীপ দিয়ে তাঁকে আরতি করছি। 'সূক্ষাণাং অপি জীব''—আমি আত্মা, ক্ষুদ্র তাই ছোট্ট প্রদীপ দিয়ে ভগবানকে আরতি করছি। তিনি বৃহৎ, বিভু, আমি অনু, তাই অনুর কাজ বিভুর কাছে থাকা, বিভুর সেবা করা। শাস্ত্র এই জ্ঞানটা দিয়েছে ঈশ্বরকে জানো, ঈশ্বরকে ভালবাসো, ঈশ্বরকে স্মরণ করো এবং ঈশ্বরকে সেবা করতে করতে তুমি আনন্দময়ের দিকে পৌছঁতে পারবে। তুমি যে বস্তুটা নিয়ে আছো, এটা দুঃখপ্রদ, ক্ষণভঙ্গুর, অস্থায়ী। অস্থায়ী বস্তুটাকে নিয়ে স্থায়ী বস্তুর আশা করতে পারো না। ভগবান আনন্দময়, তিনি সত্যম শিবম্ সুন্দরম। তাই আনন্দময় বস্তু, সত্য সুন্দর মঙ্গলময় বস্তুকে প্রণাম করবার চেষ্টা করো। 'প্রণামমীশস্য শিরঃফলং (মুকুন্দমালা স্তোত্রমঃ শ্লোক—৪৬) বিদু'—ঈশ্বরকে প্রণাম করা মস্তক ধারণের শ্রেষ্ঠ ফল। এই মস্তক দিয়ে যদি তোমার Body চলে সেটাই মস্তক ধারণের শ্রেষ্ঠ ফল নয়। 'পাণিফলং অর্চ্চনং দিবৌকস'—হাতটার ফল হচ্ছে তাঁর আরতি করা, সেবা করা, প্রণাম করা। 'জিহ্বাফলং তদগুণকীর্ত্তন হি''—জিহ্বা পেয়েছি। জিহ্বা দিয়ে কৃষ্ণনাম করো, হরিসংকীর্তন করো। তবেই তোমার জিহ্বা ধারণের মুখ্য ফল। এইভাবে শাস্ত্র আমাদের ধর্মোপদেশ করছেন। শরীরধর্ম, মনোধর্ম এটা ব্যবহারিক কাজ কিন্তু শরীরের মধ্যে যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বকে জেনে মৃত্যুর ওপারে যেতে পারো, অতিক্রম করতে পারো তৎপূর্বে নয়। তারপূর্বে মর্ত্যলোকেই বারবার আসতে হবে যেতে হবে। যিনি মৃত্যুদাতা, মৃত্যুঞ্জয় তাঁর কাছেই আমাদের যেতে হবে, অন্য কোন পন্থা নেই।

ঈশ্বরকে জানা, তাঁকে শ্রদ্ধা করা, তাঁকে প্রণাম করা, ভালোবাসা এটা হচ্ছে শেষ কাজ। এর পূর্বে যদি অনেক কাজ নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকুন কিন্তু আপনার কর্মটা যদি ঐ পর্যন্ত্য না যায় তাহলে আপনার কপাল খারাপ, আপনি দুর্ভাগা। এ কথাই ভাগবত বলছেন, ধর্মের ফল হচ্ছে মুক্তি, আনন্দলাভ, আনন্দপ্রাপ্তি এবং এই জন্মমরণ ক্লেশ থেকে নিবৃত্তি। ❑

গোপালচম্পূ

(শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বিরচিত)

পূর্ব্ববিভাগ (প্রথম পূরণ) **গোলোক-নিরূপণং** (মঙ্গলাচরণ)

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোলোক ধামটি আটটি দলযুক্ত পদ্মের ন্যায়, পাপড়িগুলি উপবন স্বরূপ। বিকশিত পদ্ম কিছুটা ছোট থাকলে যেমন তার সামনের দিক উঁচু হয়, সেরকম উপবনের চারপাশে মণিনির্মিত আলবাল সকল শোভিত থাকায় উপবন আদি সকলের দুলর্জ্ঘ্য হয়েছে। বিভিন্ন পাপড়ি সকলের মধ্যে যে ফাঁকা স্থান রয়েছে সেখানে রয়েছে একটি বিস্তৃর্ণ রাজপথ যা কেশরস্বরূপ কৃষ্ণভবন হতে নির্গত হয়ে শোভা পাচ্ছে অর্থাৎ কেশর হতে শেষ পর্যন্ত আটটি ভাগ। এই **কেশরে শ্রীকৃষ্ণের স্থান, তাঁর অতি নিকটে দলগুলিতে শ্রীরাধাদি প্রেয়সী ও অষ্টসখীর স্থান। তাঁর পর দলে সখা বা বন্ধুবর্গের স্থান, তার পর দলে নন্দ-উপনন্দাদি ও পর্জ্জন্যাদি পিতৃ-পিতামহ আদির স্থান।** তারপর যুদ্ধগণের সামনে গোগণের স্থান—গোলকের বাসস্থান এভাবে বর্ণনা করাযায়। শ্রীকৃষ্ণের নিকট আলয় রূপ পদ্মের চারপাশে যে চারকোণ স্থল রয়েছে, পণ্ডিতগণ তাকে বৃন্দাবন বলে থাকেন। ঐ বৃন্দাবনের বর্হিভাগ

ও অন্তর্ভাগ দ্বীপের ন্যায় শোভা পেয়ে মহাদ্বীপতুল্য পরমসুন্দর শ্বেতদ্বীপ ও গোলোক নামে কথিত হয়েছেন। আর পাপড়ির সন্নিহিত বনসকলকে পণ্ডিতগণ কেলিবৃন্দাবন বলে থাকেন। গোকুল পদ্ম হতে নির্গত হয়ে চারদিকে যে সকল পর্বত রয়েছে তার মধ্যে মহামণিময় স্থূল শিখরযুক্ত 'হরিদাসবর্য' নামে পরিচিত শ্রীগোবর্দ্ধন পর্বত মহামণির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় আনন্দ দান করছেন। গোবর্দ্ধনের সঙ্গে থেকে মানসগঙ্গার মন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেই ডুবে আছে। অঘাসুর জয়ী শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীবামনদেবের চরণস্পর্শ পেয়ে শ্রীগঙ্গাদেবী যেমন সর্বপাপ বিনাশিনী ও শিব যাঁকে মস্তকে আরোহণ করেছেন, সেরূপ ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী বিজয়ী ও ব্রজবাসীগণের সঙ্গে সর্বদা বিহারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতা মানসগঙ্গা সর্বশ্রেষ্ঠা এতে আর সন্দেহ কি?

বৃন্দাবনের উত্তর ও পূর্বদিকে যমুনা কখন স্রোত দ্বারা নীলকান্তমণির ন্যায় শোভা পাচ্ছেন, কখন হলুদ বর্ণের ন্যায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়ে মুরলীর মধুর ধ্বনি শ্রবণ ও কখন নিজে কলকল রবে ধ্বনি করে শ্রীহরির সেবাসুখ প্রদান করছেন। তিনি প্রফুল্লকমল রূপ নেত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী দর্শন, জলের ঘূর্ণরূপ শ্রবণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত শ্রবণ, মৎস্য রূপ নাসিকা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ আঘ্রান, তরঙ্গরূপ বাহু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আলিঙ্গন, হংসদলরূপ বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রহস্যবাক্য প্রয়োগ করছেন, কি আশ্চর্য! এইভাবে জলরূপে যমুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলেও দেবমূর্ত্তিতে কেমন সেবা করেন তা জ্ঞানগোচর হয় না। যমুনার তীর ভূমি দুইভাগে বিভক্ত; একভাগ প্রফুল্ল পদ্ম ও শালুক ফুল দ্বারা প্রকাশিত নদীগণ ও অন্যভাগে বহু ফুলফল দ্বারা শোভিত ছোট ছোট বন। এস্থানেই ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভ্রমরের ঝঙ্কারও কোকিলের কুহুকুহু ধ্বনি ও রমনীগণের চন্দনাদি অঙ্গরাগ ও রাসলীলার চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত নাক, চোখ, কান ও ত্বক আদি ইন্দ্রিয়ের আনন্দ দান করছে। যে লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ বিস্তার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁর প্রতি নিরন্তর স্নেহ প্রকাশ করে থাকেন, সেই গোলোকধাম হঠাৎ আমাকে নিরন্তর দর্শন উৎকণ্ঠা জাগাচ্ছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠে যাঁর নাম শোনা যায়, যাঁর নাম শোনার জন্য লক্ষীদেবীও লালসা করে থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে গোপগণের প্রধান বন্ধুরূপে সর্বদা বিরাজ করছেন। কি আশ্চর্য! তাঁর মাধুর্যে আমার হৃদয় মগ্ন হয়ে আসক্ত হচ্ছে। হায়! আমি হঠাৎ এই স্বরূপ বর্ণন করতে আরম্ভ করেছি কিন্তু কিভাবে এর সমাপ্ত করব কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমে গোপগণের সহিত গোষ্ঠে প্রেরণ, সখাগণের সঙ্গে বারবার খেলনরস, গোগণের দূরে গমন ও অবলোকন বিধি, পরে দূরের গোগণের আহ্বান, গোগণের উদ্দেশ্যে সখাগণকে প্রেরণ ও পরে পুনরায় বহুবিধ খেলা—এইসব লীলা আমার স্মৃতিপটে এসে আমাদেরকে লুব্ধ করছে। ঐ গোষ্ঠে কৃষ্ণ ও বলরামের হাতধরে হাসাহাসি লীলা আমার চিত্তকে আকুল করছে। যদিও বেণুধ্বনির পরিপাটী বৃক্ষ সকলকে অঙ্কুরিত করুক্, নদীসকলের জলকে স্তম্ভিত করুক, কিন্তু সে কিজন্য কাছে এসে জোরপূর্বক কাণে প্রবেশ করে কৃষ্ণভক্তকে কম্পিত করছেন? যদি বল বেণুধ্বনি শুনে তাঁদের সুখ জন্মে কিনা? সেই সুখ কি প্রকার? এই উত্তরে বলছেন—বেণুরব অনুভবকারী ভক্তগণের মনের মধ্যে সুখস্ফূর্ত্তি হলে তা বলতে পারা যায় না। কারণ এই সকল বিষয় জিজ্ঞাস্য নয় ও বলবার নয়। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা হতে পুরাতন চরিত্র সকল স্মরণ করে মোহগ্রস্ত হচ্ছেন। কিন্তু হায়! কি উপায়ে মনকে সংযত করব? কারণ গোষ্ঠস্থান সমূহ আমার মনকে দর্শন করবার জন্য উৎকণ্ঠিত করছে। দুই সন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে "বাছুর গণকে ছেড়ে দাও, গাভীগণকে দোহন কর, দুগ্ধ সকল সঞ্চয় কর, গোসকলকে দেখ, গৃহে গমন কর, কৃষ্ণকে আগে কর, কৃষ্ণলীলা গান কর"—এইসব গোপগণের আনন্দযুক্ত দৈনন্দিন চরিত্র আমার মনকে আক্রমণ করছে। যেস্থানে সবসময় কৃষ্ণ নামসংকীর্ত্তন হয়ে থাকে সেরূপ অঙ্গনের মত এই সকল রাজপথ সর্বদাই বলপূর্বক আমার চিত্তকে আকর্ষণ করছে। কারণ 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ রাম' কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এরূপ বাক্যগুলি যাতায়াতকারী ব্যক্তি মাত্রেই আলাপ করছেন এবং সেই সেই বাক্যালাপ রাজপথে সর্বদাই শোনা যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রেয়সীগণের প্রতি অতিশয় প্রেম প্রকাশ করেন করুন এবং প্রেয়সীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম প্রকাশ করেন করুন এতে আশ্চর্য নাই। কারণ এতে কান্তার জন্য কান্তের ও কান্তের জন্য কান্তার পরস্পর পৃথক পৃথক উৎকণ্ঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে এটাই আশ্চর্য যে উভয়ের পরস্পর মিলনজনিত উৎকণ্ঠা এক আধারেই প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম কেমন তা বলা যায় না সেটা নিরুপম। গোপীদিগের সৌন্দর্যের কথা আর কি বলব? তাঁরা সকল প্রকার সুন্দর

পদার্থের সৌন্দর্য বহন করছেন। যেহেতু নির্দোষ ভূষণ ও ভূষণের ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বিশিষ্ট ভূষণের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষস্থিতা হয়েও রাধার সমতুল্য হতে পারেন নাই । কারণ রাধা নিজ কান্তি দ্বারা সকল গোপীগণকে বশীভূত করেছেন। অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ এই সকল গোপীগণের স্বরূপ বর্ণনে যখন অযোগ্য, তখন তাঁদের দর্শন বিষয়ে আর কি কথা? অর্থাৎ কোনক্রমেই দর্শন হয় না। সূর্যাদির কান্তি বিজয় রত্নসমূহময় এই পৃথিবীতে বৃক্ষগণের মধ্যে সুরম্য ভবনে মহাসিংহাসনে যিনি অবস্থান করেন, যাঁর অঙ্গকান্তি অন্যের অগোচর হলেও ভক্তগণের নেত্রে সুষ্টভাবে দেখা যায়, যাঁর চারদিকে সখীগণ চামর দ্বারা ভ্রমর সকলকে নিবারণ করছেন, সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট রাধামাধবের মাধুরীসুধা আমার তৃষ্ণাকে বৃদ্ধি করছে।

গোপগণের আবাসমধ্যে সভ্যগণের যোগ্য সভাশ্রেণী রয়েছে। সেইসভা শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চম প্রকোষ্ট স্বরূপ ব্রজরাজের অন্তঃপুর বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত স্বয়ং এই অন্তঃপুরে বাস করে থাকেন। এর পশ্চিমদিকে প্রত্যেক প্রাঙ্গনের চারিদিকে গৃহসকল রয়েছে। ব্রজেশ্বরী যশোদাদেবী ঐ সকল গৃহে অবস্থান করে থাকেন, তাঁর উত্তরের গৃহে রোহিণীদেবী বিরাজমান, পূর্বদিগের গৃহে ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ বিরাজমান এবং দক্ষিণ দিকে আত্মীয় স্বজনের সম্মান ও ভোজন ও দানের সামগ্রী দ্বারা গৃহ সকল পরিপূর্ণ রয়েছে। তারপর তার বাইরে চারটি কক্ষ পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত। ঐ সকল শুভরীতি সম্পন্না কক্ষে শুভদর্শন কারিণী শ্রীমতি ব্রজেশ্বরী রয়েছেন। উত্তরদিকে রামঘট্ট স্থানে বলরাম রয়েছেন। পূর্বদিকে ব্রজাধিপতি এবং দক্ষিণ দিকে নন্দনন্দন পতি বিরাজমান আছেন।

সভামণ্ডলের পঞ্চম কক্ষার তৃতীয় চতুর্থ কক্ষতে পরমলক্ষীগণের শ্রেষ্টা প্রেয়সীগণের গৃহশ্রেণী প্রকাশ পাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণ কক্ষদ্বয়ের (রাম ও কৃষ্ণের গৃহদ্বয়) দরজা সকল মধ্যবর্ত্তী নন্দ ও যশোদার গৃহ পর্যন্ত বিরাজমান। এক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করলে তার যেমন ভিন্ন ভিন্ন শোভা লাভ হয়, তেমনি প্রত্যেক কক্ষার ভিতরে একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহগুলি যেন ভিন্ন বেশ ধারণ করে গোলোকবাসী লোকসকলের মনকে হরণ করছে।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ, ব্রজেশ্বরী যশোদা ও অন্যান্য দেবগণও আমাদের কঠিন হৃদয়কে অল্পমাত্রও কোমল করতে সমর্থ নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ও তাঁদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান প্রেম আছে, সেই প্রেমেই সর্বদা আমাদের কঠিন মনকে আর্দ্র করছে। জগতে সকল পদার্থে যে সকল মঙ্গল আছে, তাদের মধ্যে সেই প্রেমই কেবল সকলস্থানে অধিক মঙ্গলরূপে বিরাজ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তগণ এঁদের মধ্যে একমাত্র প্রেমের স্ফূর্ত্তি হলে আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সেই প্রেম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হবে। ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি মুনিগণ পর্যন্ত যে প্রেমকে বারবার প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েও কিছুও প্রকাশ করতে পারেন নাই, সেই প্রেমে আমার চিত্ত বারবার আকর্ষিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁদের অধিক প্রীতি, যাঁরা গোপরাজের অন্তঃপুরে ও বাইরে বারবার যাতায়াত করে থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার উৎকণ্ঠায় যাদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে আমি সেইসকল আদরণীয় গোপগণের মনের ভাবকে পেতে ইচ্ছা করি। শ্রীনন্দ ও যশোদা সূর্য ও চন্দ্রমূর্ত্তিরূপে অনুগত ও স্নিগ্ধ স্বভাবযুক্ত প্রিয়জন সকল নক্ষত্রসমূহরূপে প্রেম নামক রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরূপ জ্যোতিশ্চক্রে এদিক ওদিক ভ্রমণ করছে। বৃদ্ধগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রভৃতি বাল্যলীলা, বন্ধুগণের সভায় পৌগণ্ডাদি বয়সে দেবগণের বিজয় লীলা, ভক্তগণের সভায় কালীয় প্রভৃতি দুর্জ্জন সকলের প্রতি অনুষ্ঠিত বহু কৃপারূপ লীলা ও প্রেয়সীগণের সভায় অদ্ভুত পূর্বরাগাদি লীলা সকল গীত হচ্ছে। "আহা হে মাত! হে মাত! হে জননী! আমাকে ননী দাও, ননী দাও"—এরূপ শব্দ দ্বারা এবং " হে বৎস! হে আয়ুস্মান! হে সুত! হে প্রাণাধিক! কি বলছ"—এরূপ আর্দ্রবাক্য দ্বারা কেমন নানারূপ আলাপ ও প্রীতি সংযুক্ত স্নেহমুদ্রা সেই গোষ্ঠস্থলে মা ও ছেলেকে (যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করাচ্ছে?—আমার মনকে চঞ্চল করাচ্ছে। শ্রীনন্দ মহারাজের বাক্য—" হে গৃহেশ্বরী! যশোদে! তুমি পূর্ব জন্মে কত কত না পুণ্য করেছিলে। আহা কি সুখের বিষয়! বৎস কৃষ্ণ তোমার কাছে সকল কথা বলে থাকে, ভোজন করে, নিজের মনের কথা প্রকাশ করে, ননী আদি চেয়ে থাকে এবং বারবার হাসতে থাকে —এরূপ স্নেহপ্রবাহযুক্ত অর্দ্ধবাক্য বলতে বলতে নন্দরাজের বাক্যরুদ্ধ হলো, সেই রুদ্ধবাক্যযুক্ত নন্দকে ধ্যান করে আমার মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না বারবার ভ্রান্ত হচ্ছে।

(ইতি শ্রীগোপালচম্পূ কাব্যে গোলোকনিরূপন নামক গ্রন্থে প্রথম পূরণ সমাপ্ত) ❑

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ ভাগবতে গায়ত্রীর প্রকাশ

শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

বেদকল্পতরুর বীজ 'প্রণব' যা বেদের একমাত্র মহাবাক্য, এবং ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ—

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্ব-ধাম॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

অর্থাৎ ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। প্রণব ঈশ্বরস্বরূপ ইহা আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈক-নায়ক।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচক॥

(চৈঃ চঃ আদি অনুভাষ্য ৭।১২৮)

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৯৪)

অতএব 'প্রণব' ব ওঁ কারের বিস্তার স্বরূপ 'গায়ত্রী' এবং গায়ত্রীর বিস্তার স্বরূপ 'চতুঃশ্লোকী' যা স্বয়ং ভগবান সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে প্রদান করেছেন, আবার শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীরই বিবৃতি স্বরূপ ইহা আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি থেকে পেয়ে থাকি—

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা॥
"এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৯৫-৯৭)

সুতরাং প্রণব বা গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে যতদুর বিকাশ লাভ করেছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তারথেকে অনেকবেশি উজ্জ্বল রূপে বিকাশ লাভ করেছে। এছাড়াও অনান্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষন করলে আমরা এই সিদ্ধান্ত দেখতে পাই—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুত।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

(গরুড় পুরাণ)

"গায়ত্রীর অর্থে, এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
সত্যং পরং—সম্বন্ধ, ধীমহি—সাধন-প্রয়োজন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৭)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—১।১।১)

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব থেকে হয়েছে বলে নিশ্চয় হয় অর্থাৎ অন্বয়ঃ ব্যতিরেকে যে পরমেশ্বর থেকে সাধিত হয় অথবা অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'স্বরূপতত্ত্ব' বলে স্থির হন বা জগৎকর্তৃত্বে সর্বতোভাবে জ্ঞাতা তাহাই চরম সিদ্ধান্ত রূপে প্রতীত হয়; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ (স্বেনৈব রাজতে যস্মাৎ ইতি স্বরাট) অর্থাৎ সর্বতন্ত্রে স্বতন্ত্র রাজা অর্থাৎ যাঁতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন বা ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বয়ং অন্তর্যামি রূপে অবস্থান করে বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্তনকরে মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করেছিলেন; এবং যেরূপ তেজ-জল-মৃত্তিকার পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে তাতে অন্যবস্তুর জ্ঞান সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় কিন্তু যাতে জড়ধর্মের লেশমাত্র নেই এই প্রকার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিবর্ত বৃত্তির দ্বারা যাঁতে সমস্ত দেবতা গণ পর্যন্ত মুহুর্মুহু মোহপ্রাপ্ত হয়ে থাকে; যাঁতে তিন প্রকার সৃষ্টি বা ত্রিস্বর্গ অর্থাৎ চিদুপায়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ড রূপ সৃষ্টি (ইহাই ত্রিসর্গ) সত্যরূপে বর্তমান;যাতে কোন সময়েই কপটতার অধিষ্ঠান নাই, এই প্রকার তত্ত্বরূপে প্রকাশিত পরমসত্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

এই শ্লোকের বহুপ্রকার ব্যাখ্যা থাকলেও এতে যে গায়ত্রীর অর্থ প্রকাশিত হয়েছে তা এখানে দেখানো হচ্ছে।

সৃষ্টির আদিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর থেকে প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক পৃথক ভাবে লাভ করেছিলেন। বেদে প্রণব,

ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী ভিন্ন মন্ত্ররূপে দেখা না গেলেও গায়ত্রী মন্ত্রে ইহা পৃথক ভাবেই দেখা যায়। যেমন –

"ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা (অন্তর্যামী চৈত্য গুরু), "তৎসবিতুঃ বরেণ্যং" সেই সবিতাদেবের (চতুর্দশ লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বা জন্মদাতা) সর্ব-বরণীয় "ভর্গোদেবস্য ধীমহি" ভর্গকে (তেজকে, বা যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তিদ্বারা সর্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন) ধ্যান করি।

এখানে ওঁ---প্রণব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ---ব্যাহৃতি এবং "তৎসবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইহাই মূল গায়ত্রী। বেদ অধ্যয়নের উপক্রমে একমাত্র প্রণবই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য্যে হোমে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এই রূপ প্রণব সহযোগে ব্যাহৃতি মাত্র পাঠ হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের "তৎসবিতুঃ বরেণ্যং" সেই সবিতৃদেবের অর্থাৎ সবিতুঃ শব্দে সবিতার বা জগৎ প্রসবিতার শব্দের অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (যার থেকে জগতের জন্মাদি, বা যিনি জগতের প্রসবিতা) এই বাক্যে।

গায়ত্রী মন্ত্রের "দেবস্য" শব্দে যিনি দেবতা বা লীলাপরায়ণ, তাঁর —শব্দের অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ 'স্বরাট' শব্দে এখানে স্বরাট বলতে স্বেনৈব রাজতে যস্মাৎ অর্থাৎ যিনি নিজ পরিকরবর্গের সাথে নিত্যলীলা পরায়ণ।

গায়ত্রী মন্ত্রের "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরক—বাক্যের অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে' অর্থাৎ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেছিলেন-এই বাক্যে। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্যামী চৈত্যগুরুর কৃপার প্রকাশ।

গায়ত্রী মন্ত্রের "বরেণ্যং"---বরণীয়, সকলের ভজনীয়-শব্দের অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ 'পরম্'-শব্দে। গায়ত্রীর বরেণ্য শব্দ এবং শ্লোকস্থ পর-শব্দ ব্রহ্মের ভর্গের বা তেজের পারমৈশ্বর্যতা পর্যন্ত সূচনা করছে। অর্থাৎ বরেণ্য শব্দ গায়ত্রীর ভর্গের বিশেষণ। ব্রহ্মের ভর্গ বা তেজ—শক্তি—ব্রহ্মের পারমৈশ্বর্য পর্যন্ত বিকাশ লাভ করছে, ইহাই গায়ত্রীর বরেণ্য এবং শ্লোকস্থ পর-শব্দের একতাৎপর্যপরতা। গায়ত্রী মন্ত্রে 'ভর্গ'—অবিদ্যাকে অপসারিত করতে পারে, (ব্রহ্মের) এইরূপ শক্তি বা তেজ-শব্দের তাৎপর্য শ্লোকস্থ 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্'—যিনি স্বীয় তেজ বা শক্তিদ্বারা সর্বদা মায়াকে নিরস্ত করেন।

গায়ত্রী মন্ত্রে 'ভর্গঃ ধীমহি'—ব্রহ্মের সেই তেজের —সেই অবিদ্যা-ধ্বংসকর-তেজঃ সমন্বিত ব্রহ্মের ধ্যান করি—বাক্যের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। শ্লোকস্থ 'সত্যং ধীমহি'---সেই সত্যস্বরূপ—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বাক্যে শ্রুতি যে ব্রহ্মের কথা বলেছেন এবং যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা মায়াকে নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করি এই বাক্যের মাধ্যমে।

এইরূপে দেখাযায় যে গায়ত্রীর যা তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও সেই তাৎপর্য। গায়ত্রীতে যেমন সম্বন্ধতত্ত্ব (সবিতা), অভিধেয়তত্ত্ব (ধীমহি) এবং প্রয়েজনতত্ত্বের (মায়ানিরসনের) কথা আছে, এই শ্লোকেও তাহাই আছে। 'সত্যম্'-শব্দে সম্বন্ধতত্ত্বের স্বরূপলক্ষণ এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বাক্যে তাঁহার তটস্থলক্ষণ 'ধীমহি'-শব্দে অভিধেয়তত্ত্ব এবং 'ধাম্না'স্বেন নিরস্তকুহকম্' বাক্যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা শ্লোকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন "গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরাম্ভণ" ❑

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

শ্রীমদ্ভাগবতে চারিটী শ্লোকে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সুতো ধর্ম্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ যাম্।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুহরিণীসুতম ॥
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতে ॥
প্রজামদাদ্দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্ত তৎসুতঃ ॥"

—ভাঃ ৯।২৩।৭-১০

'দিবিরথ হইতে ধর্ম্মরথ উৎপন্ন হন। ধর্ম্মরথের পুত্র

চিত্ররথ, ইনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন, ইঁহার পুত্রাদি ছিল না। রোমপাদের বন্ধু দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে রোমপাদহস্তে পালিতকন্যারূপে প্রদান করিয়াছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সেই শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবতা বারিবর্ষণ না করায় বারাঙ্গণাগণ অভিনয়, সঙ্গীত, বাদ্যরূপ নানাবিধ পুজোপকরণ বিভ্রমক বিলাসাদি দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিলে রাজ্যমধ্যে বারিবর্ষণ হয়, অনন্তর সেই ঋষি নিঃসন্তান রাজার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞ করেন, তাহাতে অপুত্রক দশরথ পুত্র লাভ করেন, রোমপাদ হইতে চতুরঙ্গ উৎপন্ন হন, এই চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ।'

ঋষ্যশৃঙ্গ—ঋষ্যস্য মৃগস্য শৃঙ্গমিন শৃঙ্গমস্য (বহুঃ)। রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছেঃ—

''কশ্যপবংশীয় মহাতেজা বিভাণ্ডক নামক এক ঋষি ছিলেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র—অপ্সরা উর্ব্বশী ও মৃগীরূপধারী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যাকে অবলম্বন করিয়া মৃগীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৃগীর গর্ভে উৎপত্তিবশতঃ মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় তিনি শষ্যশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত হন। জন্মাবধি পিতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যবিষয়ে আসক্ত ছিলেন না।

তৎকালে অঙ্গদেশের অধিপতি দশরথ মহারাজের বন্ধু মহারাজ লোমপাদ অপরাধবশতঃ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। রাজার যজ্ঞকার্য্যাদি বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ বন্ধ করিলেন। মহারাজ লোমপাদ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কোনপ্রকারে ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণগণ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনয়নের উপদেশ দিলেন। মহারাজ লোমপাদ কর্ত্তৃক এই দুষ্কর কার্য্য করিতে কতকগুলি বেশ্যা নিয়োজিত হইল। বেশ্যাগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে জলপথে আনিবার অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে বিভাণ্ডক মুনির তপোবনের অদূরে উপস্থিত হইল। দূরে নৌকা রাখিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে যাইয়া তাহারা পৌঁছিল। নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী, বিচিত্র মাল্য, বিবিধ বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া এবং নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য পান করাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে কামোন্মত্ত করাইয়া তীরস্থিত নৌকার নিকট ফিরিয়া আসিল। বিভাণ্ডক মুনি তপোবনে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ পুত্রের বৈক্লব্য ও চঞ্চলতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। পুত্রকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ বিভাণ্ডক মুনি তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে বেশ্যাগণ সেই অবসরে তথায় পুনঃ আসিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় উঠাইয়া অতিসত্বর লোমপাদের রাজ্যে অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ লোমপাদ সন্তুষ্টচিত্ত তাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আগমনমাত্রই সমগ্র রাজ্যে প্রভূত বর্ষণ হইতে লাগিল। লোমপাদ রাজ্য কৃতকৃতার্থ হইলেন। বিভাণ্ডক মুনির অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি নিজমিত্র দশরথ মহারাজের প্রদত্ত কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গমুনির নিকট সমর্পণ করিলেন। বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্রকে ছলনা করিয়া লোমপাদের রাজ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দ্রুতগতি লোমপাদের রাজ্যে বিভাণ্ডক মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিভাণ্ডক মুনির আগমনে রাজ্যের লোকসব ভীত হইয়া মুনির নিকট ঘোষণা করিলেন এই রাজ্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির। বিভাণ্ডক মুনি নিষ্পাপ সরলহৃদয় পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোপ পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে অশেষ প্রীতি ও স্নেহপ্রদর্শন করতঃ নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নীসহ সেই রাজ্যেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথ মহারাজের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞফলেই দশরথ মহারাজ ভগবদংশ রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন।

'তস্যাপি ভগবানেব সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
অংশাংশেন চতুর্ধগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিত সুরৈঃ।
রামলক্ষ্মণ-ভরতশত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়া।।'

—ভাগবত ৯।১০।২

'দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি স্বীয় অংশ ও অংশাংশের সহিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূত্তিতে এই দশরথের পুত্রঘ্ন সংজ্ঞার দ্বারা পরিচিত চতুর্মূত্তিতে এই দশরথের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।'

ঋষ্যশৃঙ্গ অতিশয় প্রতাপশালী এবং যজ্ঞনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

''ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সাবর্নি মন্বন্তরে ঋষিবিশেষ।''

মহাভারত বনপর্ব্বে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কথা বর্ণিত হইয়াছে। উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যাহা উল্লিখিত হয় নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ— যে মৃগীকে অবলম্বন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হইল তিনি দেবকন্যা হইয়াও অভিশাপের ফলে মৃগী হইয়াছেন। লোককর্ত্তা ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন তিনি মৃগী হইয়া যখন মুনি প্রসব করিবেন, তখন শাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সরলস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, বনমধ্যে জন্মিয়া বনেতেই অবস্থান করিতেন, সুতরাং নারীগণ যে কিরূপ তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। অঙ্গদেশের অধিপতি রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শান্তে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনয়নের সঙ্কল্প গ্রহণ করতঃ বারাঙ্গনাগণ রাজার আজ্ঞা পালন না করিলে রাজদণ্ডের ভয়ে এবং রাজার আজ্ঞা পালন করিলে বিভাণ্ডক মুনির অভিশাপের ভয়ে ভীতা হইয়া বিবর্ণা ও গতচৈতন্যা হইল। পরে রাজাকে উক্ত কার্য্য করিতে তাহারা অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিল। একজন বৃদ্ধা বারযোষা মহারাজকে বলিলেন যদি মহারাজ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি ঋষিপুত্রকে আনয়ন করিবেন।রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বৃদ্ধা বারযোষাকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিলেন। উক্ত বর্ষীয়সী যোষা কতকগুলি রূপযৌবনসম্পন্না নারী লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বর্ষীয়সী বেশ্যা নৌকাযোগে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমের অদূরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অনুচর পুরুষগণের মাধ্যমে বিভাণ্ডক মুনি কোন্ সময়ে আশ্রমে থাকেন, না থাকেন জানিয়া নিজদুহিতা বুদ্ধিমতী বেশ্যাকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট প্রেরণ করিলেন। বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে, তাঁহার পিতাকে, তাঁহার পিতার আশ্রমকে, তপোবনকে বহু প্রকারে প্রশংসা করিলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ফলমূল গ্রহণের জন্য আসন প্রদান করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ ভেদ না জানায় তাহাকে পুরুষরূপে সম্বোধন করতঃ তাঁহার আশ্রম কোথায়, কি ব্রত করেন জানিতে চাহিলেন। বেশ্যা বলিল ত্রিযোজন পরিমিত এই পর্ব্বতের পরে তাহার রমণীয় আশ্রম আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উত্তর ভারত পরিভ্রমন

সংগ্রাহক ঃ- কমলা দাসী

২০২০ সালে, সারা বিশ্ব আজ কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্তব্ধ। মহামায়ার প্রবল প্রকোপে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে প্রতিটি মনুষ্য হৃদয়কে। মৃত্যুভয় বিঘ্ন ঘটিয়েছে প্রতিটি মানব জীবনের নিত্য ক্রিয়াকলাপকে। বলতে গেলে বিশ্ব আজ স্তব্ধ। এই ভয়ংক র পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সমগ্র বিশ্ব উদ্যত এবং উদ্বিগ্ন।

অপরদিকে যোগমায়ার রাজ্য আজ উল্লসিত। সাধুহৃদয় আজ প্রফুল্লিত। সাধক জীবন নবীন সজ্জায় সজ্জিত। তারা পরম উদ্দ্যমে, পরম উল্লাসের সঙ্গে ইষ্টদেবের আরাধনাতে মনোনিবেশের পরম সুযোগকে লুফে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন গোলকের পথে। সময়ের সৎ ব্যবহারে তাঁরা সদা সচেষ্ট তাই শাস্ত্র তাদের 'বুধজন' বলে চিহ্নিত করেছেন।

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসি গোস্বামী মহারাজ তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন পৃথিবীর বুকে। সাধু হন নির্ভীক, শরণাগত ও পূর্ণ সমর্পিতাত্মা। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শত বাধা বিপত্তিকে গোস্পদ তুল্য জ্ঞান করে দামোদর মাসে ব্রজমন্ডল পরিক্রমা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করে ১ মাস ৯ দিনের মাথায় শ্রীল গুরুদেব ফিরেছেন কলকাতা মহানগরীতে। এই পরিক্রমার রীতি মিশনে শ্রীলপ্রভুপাদের সময় হতে শুরু হয় এবং আজও গুরুবর্গ তাঁর অনুগমণ ও অনুসরণ করে সেই নিয়ম অক্ষুন্ন রেখেছেন।

গত ২৩শে অক্টোবর সকাল ৫টা ৩০ মিনিট কলকাতায় শ্রী বিনোদানন্দের আরতি দর্শনান্তে তিনটি গাড়ী-যোগে কিছু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থদের নিয়ে ব্রজমন্ডলের পথে যাত্রা শুরু করেন। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শ্রীবিনোদ কিশোরজীউ এর দর্শন লাভ হয়। তথায় মহাসমারোহে শ্রীগুরুপূজা আরতি সমাপনান্তে শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন—"যোগমায়া দেবীর কৃপাশীষ নিয়ে আমরা বৃন্দাবন যাত্রা শুরু করেছি। ভক্তসঙ্গে হরিকীর্ত্তন করতে করতে হরি তোষণের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই যাত্রা।"

প্রসাদ গ্রহণান্তে যাত্রা শুরু হয়। পথমধ্যে রাত্রে আসানসোল

নিবাসীঁ ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই-এর বাস ভবনে তাঁর কন্যা মঞ্জুনালী দাসী ও পৌত্র সৌম্যনারায়ণ গড়াই-এর বিশেষ আহ্বানে তথায় রাত্রি যাপন এবং পরদিন বাল্যভোগের প্রসাদ গ্রহণান্তে গয়া যাত্রা শুরু হয়। ২৫শে অক্টোবর, ২০২০ গয়াতে শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউয়ের সন্তোষ বিধানার্থে মহোল্লাসে বৈষ্ণবগণ আরতি, কীর্ত্তন, নৃত্য, স্তব স্তুতি পরিক্রমাতে মনোনিবেশ করেন। ভোর ৪টা হতে প্রভাতী কীর্ত্তন, ৫টাতে আরতি, ৬টা ১৫ মিনিটে পরিক্রমা, ৭টা হতে গুরুবর্গের আরতি, ৭টা ৩০ মিনিটে শ্রীল

স্বগোষ্ঠী সঙ্গে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

গুরুগোস্বামী ঠাকুরের আরতি, কীর্ত্তন, লীলাস্তব ও কর্ণামৃত পাঠ এবং শ্রীল গুরুদেবের ভাষনান্তে সকাল ৯টাতে সমাপ্তি। বিকাল ৪টায় স্থানীয় দর্শন, ৬টা হতে শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজের হরিকথা কীর্ত্তন, ৭টাতে পরিক্রমা, ৭টা ৩০ মিনিটে গুরুবর্গের আরতি, ৮টা হতে শ্রীবিগ্রহের আরতি, ৯টা ১৫ মিনিট হতে ১০ পর্যন্ত শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজের হরিকথা কীর্ত্তন। এইরূপ নিয়মাবলী সমস্ত পরিক্রমা কালে পালিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু অন্যথা হয়েছে পরিস্থিতির জন্য। ২৫শে অক্টোবর, ২০২০ তারিখে গয়াতে বিকালে বিষ্ণুপাদপদ্ম, ফল্গু নদী, অক্ষয়বটাদি দর্শন ও কীর্ত্তনাদি করা হয়। শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ২৬ শে অক্টোবর, ২০২০ শ্রীগুরুপূজার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় ভক্তগণ দীর্ঘ এক বৎসরকাল অপেক্ষেয়মান চিত্তে পুষ্পাঞ্জলী ও শ্রদ্ধাঞ্জলী নিয়ে শ্রীল গুরুদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হন এবং বহু ভক্ত সমন্বয়ে সুষ্ঠভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়।

২৭শে অক্টোবর, ২০২০ মোগলসরাই ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌরগদাধর শ্রীরাধা বিনোদ কিশোর জিউয়ের দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। বৈকালে মঠে প্রবেশ করলে মহাসমারোহে শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে বরণ ও পূজা করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রতি স্থানে প্রতিটি মঠে করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের সময় হতেই এই প্রথার প্রচলন আজও অটুট রয়েছে। স্থানীয় ভক্তগণের শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ লাভের এটি একটি বড় সুযোগ। শ্রীশ্রীগৌর গদাধরকে সর্বতোভাবে সুখী করবার উদ্দেশ্যে শ্রীল গুরুদেব

নন্দ্রগ্রামে পরিক্রমারত শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর

তথায় দুদিন তথায় অবস্থান করেন। হরিকথা প্রসঙ্গে ওখানে বলেন—মহাপ্রভুর লীলাভূমি স্পর্শ করতে করতে তাঁর পদাঙ্কপূত স্থানের স্মৃতি নিয়ে সেবা করতে করতে আমরা বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হব। মঠগুলিই আমাদের গুরুবর্গের কুঞ্জ। এখানে সেবার দ্বারা মনটাকে বৃন্দাবন তৈরী করতে হবে, সেখানে কৃষ্ণের বিচরণের ক্ষেত্র করতে হবে। এটাই গুরুবর্গ চান। ২৯শে অক্টোবর, ২০২০ মহাসমারোহে গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল গুরুদেব ৩০শে অক্টোবর, ২০২০ শ্রীরূপ গোস্বামীর স্মরণ করে প্রয়াগ ধাম অর্থাৎ এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করেন শ্রীশ্রীরাধা বিনোদ কিশোর জীউ-এর দর্শন লাভের লালসায়। তথায় চার দিন অবস্থান করেন। পরদিন বেণীমাধব, মহাপ্রভুর পাদপীঠ দর্শন ও ত্রিবেণী স্নান সমাপন করা হয়, ১ লা নভেম্বর, ২০২০ শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলী দর্শন হয়। এস্থলে কোথাও শ্রীল গুরুদেব কোথাও শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, একদিন হরিকথা প্রসঙ্গে, শ্রীল গুরুদেব

বলেন—মহাজনস্য গতস্য সঃপন্থা। মহাজনগণ যে পথে গিয়েছেন সেই পথকে অনুগমণ করায় ভক্তিপথের পথিকদের একমাত্র কর্তব্য। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপ্রেমরস রসিক মহাজনের অনুগমণ করতে করতে তাঁদের কৃপায় সাধকের অনর্থের প্রাবল্য কমতে কমতেই তবে হরিনাম, হরিকথা, হরিসেবাতে নিষ্ঠা আসতে পারে। এই সেবা অভিলাষ বা লোভ জাগরণই সাধক জীবনের চরম প্রাপ্তি। এটি কেবল মহাজনের কৃপার দ্বারাই সম্ভব।

৩রা নভেম্বর, ২০২০ ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। ৪ঠা নভেম্বর, ২০২০ হতে ব্রজমন্ডল পরিক্রমা শুরু। সকালে পদব্রজে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির, মদনমোহন, যমুনা, ইমলিতলী, রাধা দামোদর, রাধাশ্যমসুন্দর ও সেবাকুঞ্জ দর্শন হয়। বৈকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ৬৪ মহান্তকে দন্ডবৎ করে বংশীবট-রাসস্থলী পৌঁছায়। শ্রীল পর্যটক মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুদেব বলেন ব্রজমন্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান এই বংশীবট। কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশকানন এই নিয়ে বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অত্যাদ্ভুত রূপ, গুণ ও লীলাবলী অন্য সকল অবতারকে XL করেছেন। আমরা যে যেখানেই থাকি প্রতিদিন এই লীলা স্মরণ করি। কৃষ্ণের লীলাবলীর চমৎকারিতা অতুলনীয়। তাঁর সকল রসের ভক্তগণের অতুলনীয় প্রেমের ও মধুরতার যে প্রকাশ তার সমান কেউ নেই। তার উর্ধ্বেও কেউ নেই। রাসে শত কোটি গোপীর সঙ্গে শত কোটি দেহ ধারণ পূর্বক তিনি যে লীলাপ্রকাশ করেছেন এরূপ আর কোন অবতারে পাওয়া যায় না। এই জন্যই এই লীলার শ্রেষ্ঠতা। বংশীবট দর্শন করে গোপেশ্বর মহাদেব, গোবিন্দজীউ ও গোপীনাথ দর্শন হয়।

৫ই নভেম্বর, ২০২০ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে কিশোরপুরা গৌড়ীয় মঠ থেকে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা শুরু হয়। পথি মধ্যে মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলীতে বসে পর্যটক মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীল গুরুদেব বলেন—কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বন এই বৃন্দাবন। ব্রজশব্দের অর্থ গমন করা, এই ব্রজধামে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে চলা। ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসেবার দিকে গিয়ে চল। বিরতিহীন অনুগমন সম্ভব তখনই যখন সাধক আত্মধর্মে স্থিত হয়ে শুদ্ধভক্তের অনুগমন করবে। গৌড়ীয় গুরুবর্গের আশ্রয় প্রাপ্ত ভক্তগণই এইভাব বুঝতে পারবেন 'ব্রজগোপী ভাব হইবে স্বভাব আন ভাব না রহিবে'। এরপর সখ্যরসের স্থান রমণরেতী ও কালীয় হ্রদ দর্শনান্তে যমুনাতে স্নান করে মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। বৈকালে শৃঙ্গার রসের রাসস্থলী নিধুবনের দর্শন লাভ হয়।

৬ই নভেম্বর, ২০২০ আরতি দর্শনান্তে ৪টি গাড়ীযোগে প্রথমে রাধারাণীর জন্মস্থান রাভেল, দাউজী, গোকুল মহাবন, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, মান সরোবর, ভান্ডির বন তার অন্তর্গত বংশীবট ও রমণরেতী দর্শন করে মঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সন্ধ্যায় গোকুলানন্দ ও রাধারমন জীউ এর দর্শন হয়। ঐদিন হরিকথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—বৃক্ষরূপে বহু মনিষীগণ বৃন্দাবনে ভজন করছেন। বাইরে বৈরাগ্যময় কঠিন আবরণ আর ভিতরে রাধাকৃষ্ণের রসের বিলাস। এই এক একটি বৃক্ষ আমাদের কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে। আমাদের সেইরূপ উৎকণ্ঠা নেই বলে পাচ্ছিনা। আমাদের গুরুবর্গ গোষ্টানন্দী ভজন দিলেও কিন্তু অন্তর্মুখী ভজনের নির্দেশ দিয়েছেন। রসিক ভক্তদের কৃপায় ঐ ব্রজভাব যদি আমরা বুঝতে পারি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলমের দ্বারা প্রভুপাদ মন্ত্রর দ্বারা পরিক্রমার দ্বারা সাধুসঙ্গের দ্বারা সব জানিয়েছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন "ব্রজগোপীভাব হইবে স্বভাব।" কৃষ্ণইন্দ্রিয় তর্পনের স্বভাব আমরা আনতে পারি গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ সেবার দ্বারাই। প্রত্যেকদিন সেই কাজে নিজেকে লাগিয়ে স্বভাব তৈরী করা যায়। আমাদের গুরুবর্গ এই জন্য মঠ নামক স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটি তৈরী করেছেন। যখন নবধা ভক্তি অনুশীলন করতে করতে আমরা perfect হবে তখনই আমাদের ঐ স্বভাব লাভ করা সম্ভব হবে।

৭ই নভেম্বর, ২০২০ খেলনবন, বিহারবন, রামঘাট, মধুবন, চিরঘাট কাত্যায়নীদেবী আদি দর্শন হয় সকালে। বিকালে মথুরাতে জন্মস্থান, গৌরগোবিন্দ, আদিকেশব দর্শন হয়। ঐদিন হরিকথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-প্রাণের সঙ্গে ভক্তের অনুগমনে ভক্তি করলেই ভগবান তার কাছে বশীভূত হয়ে যান। যারা সেই পর্যন্ত যেতে পারবে তাদেরই এই পরিক্রমা সার্থক।

৮ই নভেম্বর, ২০২০ বৃন্দাবন মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল পরিব্রাজক মহারাজের বিরহ তিথি পালিত হয় এবং গুরুপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন শ্রীল গুরুদেব বলেন—অনুরাগ ব্যতীত ব্রজেবাস সম্ভব নয়। নিজের প্রতি রাগ বিবর্জিত হয়ে যদি রাধাকৃষ্ণের প্রতি, ব্রজের সব কিছুর প্রতি অনুরাগ হয়, ব্রজের অনুরাগীদের প্রতি অনুরাগ জন্মায় তবেই আমাদের ব্রজবাস সম্ভব।

৯ই নভেম্বর, ২০২০ ভাতরোল বিহারী ও অক্রুর ঘাট

দর্শনান্তে রাধাকুন্ড অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। ১০ই নভেম্বর, মধুসূদন বাবাজীর ভজনস্থলি ও সূর্যকুন্ড দর্শনের সুযোগ ঘটে। রাধাকুন্ডে মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালরুর কিছু ভক্ত যোগদান করেন। ১১ই নভেম্বর, হরিবাসর তিথি উপলক্ষে গোবর্ধন পরিক্রমা ও রাধাকুন্ডে স্নানাদি সম্পাদিত হয়। ১২ই নভেম্বর, নন্দগাঁও ও বর্ষণা দর্শন হয়। ১৩ই নভেম্বর রাধাকুন্ডের স্থানীয় দর্শন রঘুনাথ দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজনস্থলী জীব গোস্বামীর সেবিত বিগ্রহাদি দর্শন হয়। ১৪ই নভেম্বর, দীপাবলী মহোৎসব পালনান্তে ১৫ই নভেম্বর গুরুপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে পালন করা হয়। রাধাকুন্ডে শ্রীল গুরুদেব হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন—ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান রাধাকুণ্ড শ্রীল রূপগোস্বামী বলেছেন। বৈকুণ্ঠ থেকে কৃষ্ণ জন্মভূমি মথুরা শ্রেষ্ঠ। এখানে মানব অনুরূপ জন্মগ্রহণ করে লীলাবিলাস করেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ বাল্যলীলা করেছেন। সেই বৃন্দাবনের অন্তর্গত গোবর্ধনকে কৃষ্ণ সাতদিন ধারন করেছিলেন। গোবর্ধন ও রাধাকুন্ডের কুঞ্জে কুঞ্জে বিলাসের প্লাবন ঘটিয়েছেন। তাই রাধাকুন্ড শ্রেষ্ঠ। সব রসের রসিক ভক্তদের নিয়ে রাস করেছিলেন গোবর্ধনের নীচে, তাই গোবর্ধনই সর্ব শ্রেষ্ঠ।

১৬ই নভেম্বর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। কুরুক্ষেত্র মঠের মনোরম পরিবেশ ও তমাল বৃক্ষ রাধাকৃষ্ণের মিলনস্থলীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত করে তোলে আজও। শ্রীল গুরুদেব হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন—এখানে শ্রীলপ্রভুপাদ দিব্যচক্ষুতে দেখেছেন, রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। তিনিই বলেন রাধাকৃষ্ণের মিলনভূমি ব্যাস গৌড়ীয় মঠ। তাই এখানকার ঠাকুরের নাম দেন শ্রীরাধা বিনোদ রাম পিয়ারী, জিউ। আজও টিলার উপরের শান্ত সৌম্য পরিবেশ আর সুশীতল সমীরন সেই সৌগন্ধ বিকশিত করে সেই মিলন স্থলীর চিহ্ন অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৭ই নভেম্বর, গীতা উপদেশস্থলী ভীষ্মের শরশয্যা, ভদ্রকালী মন্দিরাদির দর্শন হয়। ১৮ই নভেম্বর ব্রহ্মকুন্ড পরিক্রমা ও স্নানাদি সাধিত হয়। ১৯শে নভেম্বর গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২০শে নভেম্বর দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করা হয়। দিল্লিতে মহাসমারহের সঙ্গে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করা হয়। ২১শে নভেম্বর গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এখনে শ্রীল গুরুদেব হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন—শাস্ত্রের সার কথা হল। ভগবানকে ভালবাসতে হবে। সেই ভালবাসা জাগলে এই দুঃখময় সংসার বন্ধন হতে বিমুক্তি লাভ সম্ভব। ভগবান সৎ চিৎ আনন্দময় বস্তু। তাকে ভালবাসলে আমরা আনন্দ সাগরে ভাসতে পারবো।

২২শে নভেম্বর দিল্লি হতে লক্ষ্মৌ যাত্রা করা হয়। ২৩শে নভেম্বর বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে যুগল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। বহুভক্ত সমাগম হয়। কীর্ত্তনের সুউচ্চ ধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করে আনন্দের প্লাবন বইয়ে দেয়। প্রায় ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট সময়, অতিক্রান্ত হয়। আরও ভক্তগণ প্রায় রাত ১০টা পর্যন্ত এই পরিক্রমা করতে থাকেন। ২৪ তারিখ গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব বলেন—আজ যুগল পরিক্রমা। গৌড়ীয় সম্প্রদায় যুগল উপাসনা করে থাকেন। এই যুগল উপাসনার জন্য গৌরসুন্দরের উপাসনা বা কৃপার প্রয়োজন। গৌর গদাধর অথবা রাধা কৃষ্ণের মধুর রসের আরাধনাকারী ভক্তজনই গৌড়ীয়।

২৬শে নভেম্বর বেনারস অভিমুখে যাত্রা করা হয়। বিকালে বিনোদ বিনোদ জিউ-এর বিনোদনার্থে শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণকে নিয়ে বিশেষভাবে স্তবস্তুতির আয়োজন করেন। ২৭শে নভেম্বর গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে বাবা বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাদেবী ও গঙ্গাদেবীর দর্শন লাভ হয়।

২৮শে নভেম্বর পাটনা অভিমুখে যাত্রা করা হয়। বিপুল সমারোহে বহু ভক্ত সম্মিলিত ভাবে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানায়। ২৯শে নভেম্বর গুরুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব বলেন—হরি প্রসঙ্গ যেখানে নেই সেখানেই বিপদ আসন্ন। সাধন করতে করতে সাধকের নতুন অনর্থ জন্ম হয় বা অনর্থ ক্ষয়না হয়ে বৃদ্ধি পায় তখন বুঝতে হবে হরি কীর্ত্তনের প্রভাব তার জীবনে নেই। তা থেকে দূরে অবস্থান করছে। গুরুবৈষ্ণবের কাছে ক্রন্দন ব্যতীত এর প্রতিকার নেই।

৩০শে নভেম্বর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। রাত্রে আমলাজোড়া মঠে অবস্থান করে ১লা ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় কলকাতা গৌড়ীয় মঠে যাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

শ্রীগুরুগোস্বামী ঠাকুরের ইচ্ছায় ও কৃপায় এবং প্রতিটি মঠরক্ষকের আনুগত্যময়ী সেবাচেষ্টার দ্বারা এই যাত্রা সর্বতোভাবে মহানন্দের সঙ্গে সাধিত হয়েছে। বহু শ্রদ্ধালু ভক্তগণের সমাগম হয়। বহু শ্রদ্ধালু জনগণ সপরিবারে গুরুদেবের চরণাশ্রয় করে নিজেদের জীবন ধন্য করবার সুযোগ লাভ করে। সকলের মন আজ -এ সঙ্গ কামনায় এক বৎসরের জন্য অপেক্ষানই হয়ে রইল। ❑

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে
৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা কীর্ত্তন।

৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

৯ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৩ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ।

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

১০ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৪ মার্চ, ২০২১) বুধবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

● কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা।

১১ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৫ মার্চ, ২০২১) বৃহস্পতিবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ।

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা। **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

১২ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৬ মার্চ, ২০২১) শুক্রবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

● জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন। **দিবা ৮।২২ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

১৩ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৭ মার্চ, ২০২১) শনিবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) পরিক্রমণ

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার

দিবা ৯।৪০ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

আবশ্যক সূচনা

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

(৩) যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ আনন্দ সংবাদ ঃ-

সুধী ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ নিবেদন শ্রীগোদ্রুমস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে 'মহাপ্রসাদ সেবালয়' নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। ধাম পরিক্রমণের অধিবাস দিবসেই তা উদ্বোধন হইবে। উক্ত মহাপ্রসাদ সেবনালয় নির্মাণ করিতে প্রায় ৩ কোটি টাকা অর্থের প্রয়োজন। সকল ভক্তবৃন্দ মুক্ত হস্তে দান করুন। কেহ নিজ পিতা-মাতা বা প্রিয়জনের নামে প্রস্তর ফলক প্রদান করিতে চাহিলে সেরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

নির্মাণের জন্য অর্থাদি, Bank Cheque অথবা Draft, NEFT এ পাঠালে অনুগ্রহ করিয়া "Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math, United Bank Of India IFSC Code No. UTBIOSWA-916.A/C No. 0226010103368"—এই নামে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আয়কর বিভাগের ৮০ জি ধারায় উহা আয়কর মুক্ত হইবে।

যোগাযোগ ঃ পূজ্যপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ (মোঃ-৭৮৭২১৩৮৭০৮) অথবা সেবাসচিব পূজ্যপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ (মোঃ-৯৪৩৩৪৩০৭১০)। বিঃ দ্রঃ - করোনা মহামারির জন্য যাত্রীগণ সকলে মাস্ক সঙ্গে আনিবেন।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/01/2021

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষেত্র মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তস্তব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org